প্রবাস-স্বপন।

শ্রীঅমৃতলাল বসু
প্রণীত।

"——In every land
I saw, wherever light illumineth,
Beauty and anguish walking hand in hand
The downward slope to death."

TENNYSON.

প্রথম সংস্করণ

কলিকাতা
[illegible] প্রেসে শ্রীগোপালচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত
ও
২০১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল্ লাইব্রেরী
হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত
১২৯৬ সাল।

All rights reserved. মূল্য তিন আনা।

182. 1Hd. 870. 8.

বিষাদ-স্বপন।

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ দাস

প্রণীত।

"————————In every land
I saw, wherever light illumineth,
Beauty and anguish walking hand in hand
The downward slope to death."

TENNYSON.

---

(37)

কলিকাতা।

১১ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, আর্টিষ্ট প্রেসে
শ্রীকালীপ্রসন্ন দত্ত দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৯ সাল।

উৎসর্গ।

জননি !

কত কষ্ট, কত দুঃখ, কত জ্বালাতন
ভুগেছ, অবোধ তব সন্তান কারণ !
ছিল আশা, ভ্রাতৃগণে মিলি এক মনে
ভকতি-প্রসূনে তব পূজিব চরণে ,
সেবিব তোমায় মাতঃ ! ভরিয়া পরাণ,
শিখাব কৃতঘ্ন নরে মাতার সম্মান ;
নাহি দিয়া অবকাশ আশা পূরণের,
কি জানি কি দোষে মাতঃ ত্যজিলে মোদের।
না পেনু জননি ! তব অন্তিম সময়—
দিতে জলবিন্দু, ইথে বিদরে হৃদয়।
গভীর নিশীথে মম ঝরে দুনয়ন,—
কোথা গেলে পাব মাতঃ, তব দরশন।
একবার দেখা দিয়ে পুরাও বাসনা,
স্নেহভরে সন্তানেরে করগো সান্ত্বনা।
তোমার বিহনে মাতঃ। এই ভব-নদে
পেতেছি কতই ক্লেশ আমি পদে পদে,
হতাশ-পবন তায় আনিয়া প্রলয়,
আশার তরণী মম করিছে বিলয় ;
ভাবি মম আশা আর হবেনা পূরণ,
যতনে রচিয়া এই " বিষাদ-স্বপন, "
ভক্তিভরে, যোড়করে, আজ অবশেষে
করিনু উৎসর্গ, তব চরণ-উদ্দেশে।
দয়া করে অভাগার ভক্তি-উপহার ;
লও মাতঃ ! এ মিনতি রাখগো আমার।

বিষাদ-স্বপন।

পড়িলাম সীতাপতি-চরিত নীরবে
যতকাল আঁখি মেলি পারিনু চাহিতে,
কবিকুল শুকতারা যাহা এই ভবে
দিয়াছেন আমাদের সুখেতে গাইতে,—

বাণীসুত আদিকবি রতন-আকর,
যাঁর মধুমাখা গীতি হয়ে আদরশ
বিতরিছে কালিদাসে কমনীয় কর;
নিনাদিছে আজও যাহা মধুর সরস।

যদিও হৃদয় মম শোকেতে বিচল,
অশ্রুতে পূরিত হ'ল নয়ন যুগল;
তথাপিও রচনার মোহন কৌশল
ক্ষণতরে বিতরিল বিমোহন ছল;—

নিবারিল বিষয়ের মাধুরী সকলে
লইতে মানসে মম তাদের আধার ;
প্রবল ঝটিকা যথা জলদের দলে
বাহুবলে নিবারয়ে ঢালিতে সুধার।

সর্ব্বভূমে হেরি এই বিধির নিয়ম ;—
দিবাকর কর কভু প্রবেশে যথায়,
"বিষাদ-দহন, আর নিকট শমন
রূপবতী নারী খলু লভিবে ধরায়।"

গুণবতী রূপবতী নারী তারাকারা
মম নিদ্রাবেশ কালে আসি উতরিলা;—
অত্যাচার, অপমান, শরম-কাতরা,
শুনিলাম ভেরীরব, সমরের লীলা ;

চতুরঙ্গ বল পূর্ণ সমর প্রাঙ্গন,
নরলোহে প্রবাহিনী বহে শতমুখ,
রোদসী-কন্দরে ছুটে শর অগণন,
নগরে, শ্মশান সম জলে হুতভুক্ ;

শবদেহময় হেরি দ্বার পার্শ্বদ্বয়,
অন্তরালে বর্ষাধারী যোদ্ধৃ মহাবল ;
ভাঙ্গিয়া গৃহের চূড়া দীর্ঘ বীরচয়,
ফেলিছে মস্তকোপরি শত্রু ব্যূহবল ;

বহ্নি-শিখামুখে তপ্ত প্রবল বাতাস
দেবালয় দীর্ঘদ্বার করে উন্মোচিত ;
গুণবৃক্ষ-শিরোপরি বীচির উচ্ছ্বাস
থেকে থেকে ভীমবেগে হ'তেছে বর্দ্ধিত ;

বর্ম্ম পরিহিত হেরি কত সেনাদল,
কত শত যূপকাষ্ঠ, ভীম কারাবাস,
খিলান অয়স দণ্ড প্রোথিত উজল,
স্থির বারিরাশি, ভীম অবরোধবাস।

এইরূপে চিত্র পরে চিত্র থরে থর
উদিল মানস ভূমে অতি দ্রুতগতি ;
প্রবাহ বায়ুর পেলে অনুকূল ভর
কূলমুখে বীচিভির ফেনাংশ যেমতি।

সহসা উঠিনু; কিম্বা ভাবি যুগভরে
চলেছি মহান কাজ সাধন মানসে ;
বাষ্পেতে পূরিত কণ্ঠ, কথা নাহি সরে ;
রক্তগণ্ড যথা নর গুরু রোষ-বশে।

সহসা হইল মম কর উত্তোলিত
কাটিতে যুবাবে এক বাজী পৃষ্ঠস্থিত ;
ষোড়শী রূপসী যার কর কবলিত
অরাতি বেষ্টিত পুরী হইতে আনীত।

এ সব বিবিধ ভাব, না জানি কেমনে
ভাবিনু যাদের হায় এত দুঃখকর,
অবশেষে মিশাইল সবে একসনে,
ভাসিয়া চিন্তার স্রোতে ক্রমে ক্ষীণতর ;—

যথায় বিভিন্নাকৃতি উপল নিচয
ঘাত প্রতিঘাতে ভগ্ন-তীক্ষ্ণ-ধার হ'লে
অবশেষে লয় গিয়া সাগরে আশ্রয়,
তেমতি বিলীন সবে নিদ্রাদেবী কোলে।

ক্ষণকাল পরে হেরি, প্রাচীন কাননে
একা আমি ভ্রমিতেছি পুলকিত মনে ;
তুহিন-সম্পাতে ধৌত বিমল কিরণে
খেলিতেছে শুকতারা সুনীল গগনে।

নব মুকুলিত পত্রে অতি সুশোভন
ধরিয়াছে সুবিশাল বটবৃক্ষ কায়,
বঙ্কিম সুদীর্ঘ শাখা হরিত বরণ,
তলে তার কম কুঞ্জ কুসুমিত ছায়।

উষার ঈষৎ হাসি মলিন অধরে
বিকাশিলা ক্ষণবিভা উপত্যকা ভালে,
নিভি গেলা এবে সতী জনমের তরে,
আধ আবরিত হয়ে সৌরকর জালে।

নিবাত নিষ্কম্প এই কানন মাঝার
নাহি নদী-কলরব, বিহগ-কূজন,
সমাধি অন্তরস্থিত গভীর আঁধার
এর চেয়ে নহে কিছু নীরব ভীষণ।

মালতী লতিকাবলী সুদৃঢ়বন্ধনে
বাঁধিয়াছে প্রতি তরু চারু প্রেম-ডোরে ;
পদতলে নব ঘন শ্যাম তৃণাসনে
সূর্য্যমুখী বিভাসিত সুলোহিত করে।

ফুল্ল ফুল পত্র দল আঁখি বিমোহন,
আঁধার কানন পথ শিশির ভূষিত,—
ম্লান উষাভাতি তাহে অশ্রু সুশোভন,—
নেহারি সকলি হেথা মম পরিচিত।

তৃণ আবরিত ভূমি হইতে আগত
আঘ্রাণি রজনীগন্ধা মধুর সুবাস,
অপার আনন্দ রাশি—বাল-লীলাগত—
উদিল মানসে মম ; আছিল উদাস।

পশিল আকাশবাণী শ্রবণ বিবরে
ঝঙ্কারিল ব্যক্তস্বরে যেন বীণাতার,—
"নির্ব্বিঘ্নে এ কাননে ভ্রম চিরতরে
অবাধ রহিবে হেথা তব অধিকার"

হেরি দেবযোনি এক দাঁড়ায়ে অদূরে,
অচলা মূরতি যেন খোদিত পাষাণ,
রূপছটাতুলা তার আছে দেবপুরে,
সুরসম মনোরম সুদীর্ঘ বয়ান।

নিরখি লাবণ্য তাঁর আঁখিবিমোহন,
বিস্মিত মানস মম কথা নাহি সরে ;
ফিরায়ে তারকাসম সজল নয়ন
কহিলা আমারে তবে অতি মৃদুস্বরে :—

'জনক-পালিতা আমি বিদিতা ভুবনে,
শুনিবারে মম নাম করোনা প্রয়াস ;
মানবে খণ্ডিতে নারে বিধির লিখনে ;
রাবণ আমার তরে সমূলে বিনাশ।"

"শুনহ আমার ঋণী, রাজার কুমারি !
স্বেচ্ছায় অনেকে পারে সঁপিতে পরাণ
সুমুখী তোমার সমা লভিবে নারী,"
বলি অন্য নারী প্রতি ফিরানু বয়ান।

কহিলা সে সবিরাগে ফিরায়ে নয়ন,
গম্ভীর সুদীর্ঘ তনু করি উত্তোলিত ;—
"সাধের যৌবনে মম কুলীশ ভীষণ
অকালে ইহারই তরে হয়েছে পতিত।

"আশাতরু ছিন্ন মম সে আঁধার পুরে
কিষ্কিন্ধ্যা বলিত যারে নিরদয় কালে,
নিদয় দেবর মম দাঁড়ায়ে অদূরে,
দৃষ্টি হীন আঁখি মম শোকনীর জালে।

"দেবরের সনে মম পতির সমরে,
বিনা দোষে বিদ্ধ পতি রাম-শর জালে ;
বাজিল বিষম শেল আমার অন্তরে,
বৈধব্য বাড়বানল দহিল এ ভালে।"

প্রথমা রূপসী তবে কহে নতাননে,—
"কি কব যেদিন আমি হব রাজ রাণী,
দৈব দুর্ব্বিপাক কিম্বা অদৃষ্ট লিখনে
হতে হ'ল পতিসনে অরণ্য চারিণী।

" পাপিষ্ঠ রাক্ষস মোরে দণ্ডককাননে
ছলে বলে ধরি যবে তুলিল বিমানে,—
চারিদিক শূন্যময় নেহারি নয়নে,
জ্ঞান হারা তবে আমি পড়িনু সেখানে।

" চেতন পাইয়া হেরি তুলেছে গগনে,
অধোদেশে নীর মাঝে বরুণ-আলয়,
মিনতি করিনু তবে ভীম প্রভঞ্জনে
করিতে বারিধি তলে আমার বিলয়।

" বহু শ্রমে পতি মম করিয়া উদ্ধার,
পরীক্ষিয়া সভামাঝে হুত হুতাশনে,
সাকেত পুরীতে তবে আনিয়া আবার,
অপবাদ ভয়ে পুনঃ পাঠালেন বনে।

বারম্বার পরীক্ষায় অপমান ডরে
যখনি সংযুক্ত করে ডাকিনু মা বলে,—
মাগিনু বিরামস্থল ধরণী-উদরে,
তখনি দ্বিভিন্না ধরা লইলেন কোলে।"

শুনি তাঁর দুঃখগাথা অধীর অন্তর,
তিতিল নয়ন নীরে মম উরস্থল,
বাঞ্ছা কহিবারে, কিন্তু বাষ্পরুদ্ধ স্বর,
অকস্মাৎ হেরি দিক্ আলোকে উজল ;

হেরিনু সে তেজ মাঝে অপূর্ব্ব রমণী
রতন খচিত এক স্বর্ণ সিংহাসনে,
দীর্ঘমুক্ত বেণী যার জিনিয়াছে ফণী,
হরিণী লজ্জিতা, হেরি যাঁহার নয়নে।

ধীরে ধীরে, সুগম্ভীরে, কহিলা সে নারী,—
" নায়ক-চৌহান রবি, জনক রাঠোর,
সংযুক্তা আমার নাম, দিল্লীর ঈশ্বরী,
ঘোরী সনে ঘোর রণে হত পতি মোর।

" পিতা মোরে স্বয়ম্বরা করিতে প্রদান
আবাহন করিলেন নৃপতি মণ্ডলে ;
কিন্তু হায়! কি বলিব, বিধির বিধান
বরেছি যাঁহারে মনে আগে পতি ব'লে ;

" হেরি হিরণ্ময়ী তাঁর মূরতি নির্ম্মাণ
স্থাপিত রক্ষীর বেশে এবে সভাস্থলে,
না ভাবিয়া, যায় কিম্বা থাকে পিতৃমান,
অর্পিলাম বরমাল্য সেই রক্ষীগলে।

" এসব বারতা শুনি দিল্লী অধিপতি
সসৈন্যে কনোজপুরে আসিয়া আপনি,
জিনিয়া পিতায় রণে, হরষিত মতি,
মোরে লয়ে, নিজালয়ে, চলিলা তখনি।

"পতি সনে ক্রমে ক্রমে বাড়িল প্রণয়,
সুখেতে কাটানু কত দিবস যামিনী;—
হেন কালে কোথা হ'তে যবন নিচয়
ঢাকিল সমরজালে সুখ দিনমণি।

" সাজানু পতিরে আমি সমরের সাজে
কহিলাম বারম্বার উৎসাহ বচনে,—
'বিরত হ'ওনা দেব! ক্ষত্রিয়ের কাজে,
যশঃ বিনা কিবা কাজ বৃথা এ জীবনে।

"নাচ নাথ, বীরমদে আজ রণভূমে,
কাঁপাও সমর রঙ্গে মেদিনী অম্বর ;
চালাও সৈনিক দল অটল উদ্যমে,
উঠুক গগন ভেদি' বোল "হর হর"।'

" চলিলেন পতি মম মত্ত রণমদে
পিনাকী, গাণ্ডিবী, কিম্বা দ্রোণ মহাবল ;—
ফিরিলেন রাজপুরে এবার আমোদে,
জিনি নিজ ভুজবলে শত্রু সৈন্য দল।

" কিছু দিন পরে পুনঃ বিপুল বিক্রমে
আসীন ভাবতে শুনি দুরন্ত যবন,
সাজাইনু যবে পতি বীর আভরণে,
সহসা অশুভ ভয়ে ব্যাকুলিত মন,

' বামেতর আঁখি মম সহসা নাচিল
অনিমেষে চাহিলাম পতি মুখপানে ;
অলক্ষ্যে নয়ন-বারি কপোলে বহিল
ভাবিনু, অদৃষ্টে মম কি আছে কে জানে।

"চলিলেন পতি পুনঃ বধিতে যবনে ;
দেখিলাম একদৃষ্টে তাঁরে বহুদূরে ;
ভাবিলাম, বুঝি আর দয়িতের সনে
হ'বেনাক দেখা মম এ যোগিনীপুরে।

"যতদিন ছিলা পতি সমর-প্রাঙ্গণে
ততদিন অম্বুপানে ধরিনু জীবন ;
পতির নিধনবার্ত্তা শুনিয়া শ্রবণে,
কহিনু জ্বালিতে চিতা পরশি গগন।

"কেমনে পতিরে ছাড়ি ধরিব জীবন,
হইব যবন-দাসী ক্ষত্রিয় কামিনী ;
পরি' রক্তবাস, ত্যজি' রত্নআভরণ,
চিতানলে দিনু তনু পতি-সোহাগিনী।—

"যুগল মূরতি বসি' কুসুম-বিমানে
পশি' তবে চিতামাঝে কহে ধীরে ধীরে,—
'ত্বরা করি আয় বাছা যাবি পতি সনে,
অনন্ত প্রেমের সুধা পিয়িবি অচিরে'। "

ডুবিল নীরব নভে স্পষ্ট ধীর বাণী,—
পয়োধর-ধারা যথা স্থিরোদধি মাঝে ;
"ফিরে চাও, পতিহন্ত্রী অভাগিনী আমি
সহসা এহেন ধ্বনি শ্রবণেতে বাজে।

বসি' রাজরাণী, পাতি লোহিত আসন,
বিষণ্ণবদনা তাঁরে দেখিনু ফিরিয়া,
শীর্ণ কলেবর, কিন্তু খঞ্জন নয়ন,
কাঞ্চন-মুকুট-শোভা ভুরু বিভূষিয়া।

গম্ভীরে আনতাননে কহিলা সে নারী—
'ভ্রমরকুলের বধূ, মেঘাবত-বালা,
অচল পতির প্রেম ভুলিবারে নারি
পরেছিলা মোরে তিনি গলে করি' মালা।

"নবীন যৌবনে মোরা কিবা কুতূহলে
ভ্রমিতাম ফুলবনে দোঁহে ধীরে ধীরে,
হাসি হাসি খেলিতাম কত শত ছলে,—
ডুবেছে সে সব সুখ কাল-সিন্ধু-নীরে।

" পবিত্র প্রণয়ে বাঁধা ছিনু দুই জনে,
নাহি জানি মোরা কভু দাম্পত্য-কলহ ;
প্রণয়ে বিভোর, সদা নিযুক্ত খেলনে—
লভিব বিজয় কিসে বাঞ্ছা অহরহ।

"কভু বা বিজয়ী পতি, কভু পরাজিত,
দেখালেন নব নব ক্রীড়ার কৌশল ;
বিজিত পতির ক্রমে দ্বেষ সমুদিত,
অমৃত-সিঞ্চনে কোথা উঠিল গরল !

"এবে রোষবশে মম পিতৃকুল গ্লানি
করিলেন যবে পতি সম্মুখে আমার,
না পারি' সহিতে সেই কুল-নিন্দাবাণী
লিখিনু জনকে তার দিতে প্রতিকার।

"শাণিত কৃপাণ করে মম সহোদর
উতরিলা তবে মম পতির সদনে,
নহে কাপুরুষ কেহ,—ভীষণ সমর
বাধিল উভয়ে, আমি হেরিনু নয়নে।

"সোদরের করধৃত করাল কৃপাণ
পরশিল বল্লভের কণ্ঠ সুকোমল ;
পিশাচী, রাক্ষসী কিংবা পাষাণ-নির্ম্মাণ ;—
দাঁড়ায়ে অদূরে আমি হেরিনু সকল।

"প্রশমিত হ'ল মম রোষ-হুতাশন
পতি-তনু-বিগলিত শোণিত-সলিলে,
আশ্রয়-বিটপী কিন্তু হায়রে এখন
নিদয় কুঠারাঘাতে শায়িত ভূতলে !

"এই দুখ হৃদে যেন বাজিছে অশনি—
পতিহন্ত্রী নাম নিজে কিনিনু ধরায়,—
কি কুক্ষণে পতিমুখে পিতৃনিন্দা শুনি'
পাঠানু সংবাদ তাঁরে মরম জ্বালায় !

'করিনু দারুণ কাজ না পারি বুঝিতে,
দহিছে পরাণ সদা বিরহ-দহন ;
দয়াকরে পারি কিহে আমারে বলিতে—
প্রেমের প্রতিমা মম কোথায় এখন ?

"কোথা সেই প্রিয়তম আমি যাঁর সনে
উঠিতাম সমৃদ্ধির তুঙ্গ শৃঙ্গোপরি,
বসিতাম দেব সম দোঁহে একাসনে,
ফলিত চরণতলে চঞ্চল-লহরী।

"পতির রুধির সিক্ত বপু মনোরম
নেহারি' লুণ্ঠিত হায় এবে ধরাতলে,
সেই প্রেম-সম্ভাষণ, সেই আলাপন,
দ্বিগুণ উচ্ছ্বাসে মম হৃদয়ে উথলে।

"দয়িত-বিরহ-দাব-তাপিত এ তনু
প্রেমবশে প্রাণেশের কম পদতলে
অনন্ত মিলন আশে আপনি সঁপিনু
দলিত-কমল-দল চিতানল-কোলে।"

গীততান সম তাঁর মধুময় বাণী
বাহুলীন স্বনিক্কন-সুমন্দ ভাষিণী—
ষড়রস বিভাষিতা, ষড়জ সংবাদিনী,
সিষ্টভাষে সর্ব্বভাব সুব্যক্ত কারিণী,—

নিবারি' কথন তিনি আমার সকাশ,
ত্বরায় তুলিয়া তীব্র দুই নেত্রমণি ;
পূরাইলা তেজোগালে ধ্বনি অবকাশ
অপার আনন্দে ভাসি' না পাই সন্ধানি'।

জ্ঞানভাতি ক্রমে হৃদি এবে আলোকিল,
শুনিনু মানব-রব অদূর প্রান্তরে,—
যেই গীতধ্বনি কাছে লাঞ্ছিত কোকিল,
প্রান্তে যে বিহগ-বর আনন্দে কুহরে।—

"পবিত্রা গোমুখী হতে উপনদীচয়
মধুর কল্লোলে যবে বহে সারানিশি,
উপত্যকা হতে আসে ধ্বনি মধুময়,
চাঁদিমা কিরণে যবে আলোকিত দিশি।

"পাবন কৈলাসপুরে কিবা নিশাকর
ঢালিছে অমিয় রাশি নীলিমা-উরসে
চারিদিকে তুঙ্গচূড় পর্ব্বত নিকর,
ধবল মুকুট পরি' শোভিছে সুবেশে।"

ভীম সিংহ নৃপতির কুমারী সুন্দরী
গরলে নীলিমাময় গলদেশ যার,
পিতৃসত্য রক্ষিতে যে বিষপাত্র ধরি'
হসিত আননে মরি পি'লা তিন বার ;—

দেখিলাম সে রমণী সম্মুখে আমার,
ভ্রমিতেছে নৃত্য গীত উৎসবে মাতিয়া ;
দিগন্ত বিস্তৃত মিষ্ট গীতরব যার
দাঁড়ানু শুনিতে যেন স্তম্ভিত হইয়া ;—

যথা দিবাকর করে উজল প্রান্তরে,
চিন্তিত পথিক জন দাঁড়ায় বিস্ময়ে ;
শুনি বীণারব, কিম্বা বেণুর সুস্বরে,
মুক্তদ্বার কোন এক দেবের আলয়ে।

"'কঠোর প্রতিজ্ঞা বিধি তোমার পিতা
স্থাপিলা সবার আগে মহাপাপ গণি,' "
স্বতঃ উচ্চারিত এই বচন আমার
শুনি, প্রতিবাদ মোরে দিলা এই ধনী,—
"তা নয় তা নয় শুধু নয় একবার
জনম মরণ হেন বাঞ্ছি শতবার।

" একাকিনী জন্মিয়াছি কনক-লতিকা,
কাননের পয়োবাহী প্রণালীর তলে,
নাহ'তে ফলিতা এবে বর্দ্ধিতা কলিকা,
হইনু পতনযোগ্যা কালের কবলে।

" জন্মভূমি, পিতা, আর জগত-ঈশ্বর,
বদ্ধ হয়ে এ তিনের ভালবাসা ডোরে
ত্যজিলাম স্বইচ্ছায় প্রাণ সুখকর,
শায়িত হইনু ধীরে চিতাশয্যোপরে।

"বিসর্জ্জি' উল্লাস, আশা, ছাড়ি নৃত্যগীত,
ছাড়িয়া রসাল বন নব মুকুলিত,
ফলভরে অবনত বল্লী আচ্ছাদিত
ছাড়ি রম্য উপত্যকা দুর্গ প্রান্তস্থিত ;

"পরিণয়সুখ-আশা দিয়া বিসর্জ্জন,
এবে আমি চলিলাম জনমের মত ;
নাহ'ল বিবাহ মম করিতে মোচন
আইবড় অপবাদ নারীজাতিগত।

" উড়িল ধবল মেঘ শূন্য-শিরোপরে
সহসা মৃগেন্দ্রনাদ শুনিনু কন্দরে,
সুবৃহৎ তারা গুলি হেরি দীপ্তকরে
একে একে উঠিতেছে সুদূর অম্বরে।

" তিমির প্রান্তর হ'তে হেরি অদ্রি-শিরে
খণ্ডিছে আঁধার বিভু ভাল-ইন্দুকরে ;
দুন্দভি-নিনাদে শুনি কহিতে বিধিরে
মতি নির্ব্বিকার,—দুঃখ পলাল অন্তরে।

" নেহারি কুসুন্তরস সম্মুখে আনীত
বাঞ্ছিত মানস বল পাইনু বিস্তর,
পিতৃসত্য হেতু, আর বিধির ঈপ্সিত,
আমার মরণ দেখ কিবা পুণ্যতর।

" বড় সুখ এই আমি করি অনুমান,—
বিধিমতে পালিয়াছি পিতৃ অভিপ্রায় ;
মম মৃত্যু কালে তাঁর আলিঙ্গন দান
এখনও হৃদয় মম হরিষে পূরায়।"

বলিতে বলিতে তাঁর সুন্দর আনন
নিরখি উজল অতি দীপ্ত প্রতিভায় ;
সম্বরি বচন তবে কুমারী তখন
ত্যজিলা আমারে, ছিনু দাঁড়ায়ে যথায়।

জগদীশ যশোগীতি গাইতে গাইতে
নিবিড় বিটপীপূর্ণ বন-ভূমি দিয়া,
সেই অভিমুখে নারী চলিলা ত্বরিতে
যে দিকে প্রভাত-তারা গগনে বসিয়া।

হারায়ে তাঁহার গীতি দাঁড়ানু অধীরে
উদ্‌গ্রীব মানব যথা বাতায়ন-পথে ;
নিশীথ দুন্দুভি ধ্বনি বাজিলে অচিরে
শারদ-উৎসবভরা দেবালয় হতে।

হেনকালে হেরি এক রূপসী রমণী,
আভরণ হীন তার ক্ষীণ কলেবর;
তথাপি লাবণ্যে ঢাকা বিশ্ববিমোহিনী ;—
ছায়াপথে শোভে যেন ক্ষীণ ক্ষপাকর :

অচল অটল বসি অজিন আসনে,
করে শোভে জপমালা, মুক্ত কেশপাশ,
মুদ্রিত নয়নে কিবা ভাবে মনে মনে ;
উৎসাহ-গম্ভীর বপু, বদন নিরাশ।

ক্ষণকাল একদৃষ্টে নিরখি নয়নে
কহিলাম সবিনয়ে, পেয়ে অবসর,
"যৌবনে এ হেন ভাব কিসের কারণে
কে তুমি, কাহার লাগি তপ দুখকর ?"

ধীরে ধীরে উত্তরিলা এবে সে কামিনী
"হরি-প্রেম-লোভে পতি যৌবনে সন্ন্যাসী,
হরি আশে করেছেন মোরে অভাগিনী,
ছাড়িয়া সংসার তাই আমি বনবাসী,

" যখনি সহসা মম শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী
গভীর নিশীথে ডাকি " বিষ্ণুপ্রিয়া " বলি
কহিলেন,—কোথা মম নয়নের মণি
রেখেছিনু তব কাছে, কোথা গেল চলি ?

অতঃপর হেরি এক রূপসী ললনা
শত শত বীরনারী সহচরী মাঝে,
পরিধান পট্টাম্বর রতন ভূষণা,
উন্মুক্ত কৃপাণ করে, সাজি' বীরসাজে ;

চম্পক সমান তাঁর বরণ উজল,
কমল জিনিয়া কিবা বদন বিমল,
বন্ধুজীব ওষ্ঠাধর, দন্ত মুক্তাফল,
আকর্ণ নয়নযুগ জিনি নীলোৎপল।

হেরি তাঁর রূপরাশি নাহি সরে বাণী ;
অগ্রসরি' কহিলেন সে নারী সুগতি,—
"পদ্মিনী আমার নাম, চিতোরের রাণী,
আলার প্রধান বৈরী ছিলা মম পতি।

"হইতাম যদি আমি কুরূপা কামিনী,
যবনের সনে তবে হ'তনা বিবাদ ;
নাহ'ত চিতোর-লক্ষ্মী যবন-গেহিনী,—
রূপের কারণে মম এত পরমাদ।

"পামর দুরাত্মা সেই দিল্লীর সম্রাট,
বহু অনুরোধ করি কহিলা পতিরে,
দেখাইতে একদিন তাঁহার নিকটে—
শিশোদিয় কুল-বধূ এই অভাগারে।

"পতির আদেশে মোরে হইল বসিতে
মুকুরের অন্তরালে সভা-গৃহ মাঝে;
হেরি ছায়াকার মম লাগিল কহিতে,—
'বুঝি চিত্রপট ইহা সজ্জিত সুসাজে।'

"নিরখিয়া সাবধানে ক্ষণকাল তরে,
দেখিয়া পড়িতে তাহে নয়ন-নিমেষ
কহিলা, 'এ হেনরূপ যেই নারী ধরে,
হইবে নিশ্চিত সেই রূপসী বিশেষ।'

"শুধু তায় ক্ষান্ত নয় দুরন্ত যবন
উন্মত্ত হইয়া তবে লভিতে আমারে,
কারাগারে ছলে করি পতিরে বন্ধন,
চাহিল তাঁহারে পুনঃ দেখাইতে মোরে।

"এসব সন্দেশ শুনি গণিয়া সঙ্কট,
কহিনু সাজিতে সেনা অতীব গোপনে,
ভাবিনু, এহেন আশা করে যদি শঠ
সমুচিত কর্ম্মফল দেখাব যবনে।

"লিখিনু সংবাদ তবে তাঁরে মিত্রভাবে,
'সহচরীগণ সনে তোমার শিবিরে
করিব গমন পতি-দরশন লাভে
পদ্মিনী তোমার করে শোভিবে অচিরে ;

"কিন্তু রাণাকুলবধূ রাজরাণী আমি,
সৎকুলসম্ভবা মম সহচরীগণ ;
কোন মতে তাহাদের সম্মানের হানি,
নাহি করে যেন তব সেনা অগণন।'

" সপ্ত শত শিবিকার করি আয়োজন,
সেনা দলে নারীবেশে রাখিয়া ভিতরে,
পাঠানু কপট রণে বধিতে যবনে ;
চাতুরীই সদুপায় জিনিতে চতুরে।

"তবে সে বাহক দল লইয়া শিবিকা,
অবাধে পশিল সবে যবন শিবিরে ;
প্রমত্ত যবন ভাবি, লভিবে নায়িকা,
লইতে বিদায় তবে কহিল পতিরে।

"এই অবসরে মম সেনা বিচক্ষণ,
গোপনে রাখিয়া তাঁরে শিবিকাভিতরে,
পাঠাইয়া অবিরোধে মিবার ভবন,
প্রস্তুত হইল সবে সম্মুখ সমরে।

"এইরূপে ক্ষত্রদল পশি' শত্রুমাঝে,
রচিয়া বিচিত্র ব্যূহ সেনানী নিচয়ে,
নাশিতে দারুণ রণে যবন অশেষ,
অগণ্য দ্বিষৎ মাঝে দাঁড়া'ল নির্ভয়ে।

"এদিকে ভীষণ সেই দুরাত্মা যবন
ভাবি'—'রাণা কেন আর পদ্মিনীর সনে
করিতেছে বৃথা এত দীর্ঘ আলাপন'
দহিল দারুণ এবে দ্বেষ হুতাশনে ;

" ক্ষণেক বিলম্ব আর না পারি সহিতে
ছুটিল শিবিকা পানে রক্তিম লোচন ;—
বিস্তারি সহস্র কর যেমতি ধরিতে,
ছুটে হরিদশ্ব, ক্রোধে লোহিত বরণ—

" ভাবি' মনে মনে,—বুঝি রজনী-নায়ক
করিতেছে লীলা এবে কুমুদিনী সনে ;—
রাণা-প্রেম-পাশ হ'তে পদ্মিনী কোরক
ছিঁড়িতে তেমতি আলা চলে নিজ মনে।

" উতরি' তথায় তবে হেরিল নয়নে,
নাহিক পদ্মিনী, নাহি রাণা মহাবীর ;
কেবল ক্ষত্রিয় সেনা বধিতে যবনে
দাঁড়ায়ে রয়েছে সবে সমরে সুধীর।

" হেরি, ঘোর রোষবশে ডাকি সেনাদলে
আদেশিল বিনাশিতে ক্ষত্রিয় নিচয় ;
যতক্ষণ এক প্রাণী ছিল ক্ষত্র দলে,
ততক্ষণ যবনের না হ'ল বিজয় ;

"সমর-কুশল যত ক্ষত্রিয়-নন্দন
বদ্ধ পরিকর সবে করি এই পণ,—
নাছাড়িব কুলমান থাকিতে জীবন ;
চলিল হসিতাননে সমর প্রাঙ্গণ।

"এইবার যবনের হ'ল পরাজয়,
যদিও নিহত বহু ক্ষত্র রাজ পাল
তথাপি তাড়িত এবে অরাতি নিচয়,
কেশরী-হুঙ্কারে যথা ধায় ফেরুপাল।

"দুষ্টের দুরাশা কিন্তু না হ'ল বিলয়,
স্বল্পদিন পরে পুনঃ করি আক্রমণ
ঘেরিল সৈনিক জালে মিবার আলয় ;—
কিরাত হরিণী তরে যেমতি কানন।

"একে একে একাদশ রাজার কুমার
রাজছত্রধারী হয়ে, শাসি' দিনত্রয়,
দেবীর আদেশে তরে ত্যজি রাজ্যভার
সমরে পরাণ ত্যজি গেলা সুরালয়।

" গভীর তমসাচ্ছন্ন ভবিষ্য গগন
হেরিলেন পতি মম চিতোর পুরীর ;
সাধিতে, "জহর-ব্রত" করিলা মনন
রাখিবারে কুলমান ক্ষত্রিয় নারীর।

" কহিলেন পতি মোরে, 'শুন প্রিয়তমে !
কঠোর "জহর ব্রত" করি উদ্‌যাপন,
ত্যজিয়া জীবন রণে, যবনের সনে,
করিব অমরলোকে সকলে গমন।'

" পুরবাসী, সহচরী, অনাথিনী সনে,
চলিলাম ধীরে ধীরে বিকট গহ্বরে ;
আঁধার আগার মাঝে দীপ্ত হুতাশনে,
ত্যজিলাম তনু তবে কুলমান তরে।"

করুণ বিলাপ এবে শুনিনু নিকটে—
"ফিরে চাও মম পানে চিরদুখী আমি
সুনীতি অভিধা মোরে দিয়াছে জগতে,
থাকে যদি সেই ভাব ছিল যাহা জানি।

"কৈশোরে কৃতান্ত করে নাহ'নু পতন,
কিকুক্ষণে হায়! আমি লভেছি জনম,
কষ্টা স্বরুচির সদা সতর্ক নয়ন
দিবানিশি করিতেছে মম অন্বেষণ।"

হতাশ হইয়া সতী কাঁদিলা নীরবে,
ছাড়িলা আত্মার প্রতি নিজের প্রত্যয়;
ব্যথিত হৃদয়ে তাঁরে উত্তরিনু তবে;—
"দীন ভাবে তব মৃত্যু ঘটেছে নিশ্চয়;"

হেরিলাম এবে এক ছায়ার মূরতি
দাঁড়ায়ে ছিলেন যিনি আমার পশ্চাতে;
চিরপরিচিত, কিন্তু নাহিক শকতি
পরকাশি মনোভাব তাঁহারে কথাতে;

সে হারি' ঝরিছে তাঁর নয়নের বারি,
চলিনু ত্বরিতে আমি মুছিতে বসনে,
বিফল বাসনা মম, কাছে যেতে নারি,
"সুখে থাক বাছা" বলি লুকালেন বনে

এই আশীর্ব্বাদ সহ উষার কিরণ
পশিয়া মস্তকে মম ভাঙ্গে নিদ্রাবেশ;
এবে মম স্বপনের প্রধান কারণ—
শুকতারা পূর্ব্বদিকে শোভিছে বিশেষ।

বাড়িল কিরণমালা আঁধারের পাশে,
না আসিতে সে রমণী আমার সম্মুখে,
যে ছাড়েনি পতি-দেহ শমন-সকাশে;
কিম্বা রাণী দময়ন্তী দুখী পতি-দুখে;—

কিম্বা বুঝেছিলা যেই পবিত্র প্রণয়
সহজে জিনিতে পারে মরণের ডর,
বসি' পতি-পাশে যেই, পাতি জানুদ্বয়
অর্পিয়া দেহের ভার এক ভুজোপর,—

বসন্তের নবোদিত কলিকা আমোদ
সদৃশ সুমিষ্ট নিজ বদন-মারুতে
শোষিলা গরল দিতে প্রেম-ঋণশোধ,
শিখাইয়া পতিভক্তি পশ্চিমজগতে।

যে প্রয়াস পাইয়াছি করিতে সংহার
নিদ্রাকাল গত নানা শব্দ-দৃশ্য-চয় ;
আনিতে মানসভূমে পুনঃ একবার
বিস্তারিয়া বিবরিতে স্বপন-বিষয় ;

কাহাকেও হেন ক্লেশ দেখিনি সহিতে,
তুলিতে প্রচ্ছন্ন বহু রতন নিকর
চিন্তারূপ মহামূল্য আকর হইতে
দূর হেতু দৃষ্ট হয় যারা ক্ষীণকর।

সহিনু যাতনা কত জড়িত হতাশে
বিশেষ আগ্রহ আমি করিনু কতেক
সেই স্বপ্ন পথে পুনঃ যাইবার আশে,—
"যুগল স্বপন-লীলা নামিলে তিলেক!"

সম্পূর্ণ।

পরিশিষ্ট।

পৃষ্ঠা ১, পংক্তি ৩—কথিত আছে, বাল্মীকি প্রথমে রত্নাকর ("রতন আকর") নামধেয় দস্যু ছিলেন। এক দিবস অরণ্যে ব্যাধশরাহত ক্রৌঞ্চের শোচনীয় অবস্থা দর্শনে দেবী সরস্বতীর প্রসাদে—

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃসমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥"

—এই মধুর বাণী তাঁহার মুখ হইতে স্বতঃ নিঃসৃত হয়, ("বাণীসুত") এই শোকার্থক বাণী পরে শ্লোক নামে পরিচিত হইল ("আদিকবি')। ইনি রামায়ণ (' সীতাপতি চরিত) রচনা করিয়া তাহাতে সীতা দেবীর চিরশোকময়ী কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার বহুকাল পরে বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের শিরোমণি কবিকেশরী কালিদাস এই রামায়ণাবলম্বনে "রঘুবংশ" প্রণয়ন করিয়া অমরকীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন (" বিতরিছে কালিদাসে কমণীয় কব")।

পৃঃ ৭, পং ১—ইনি নানা সদ্গুণভূষিতা রূপলাবণ্যবতী রামমোহিনী সীতা।

পৃঃ ৮, পং ১—ইনি কপিরাজ বালীর পত্নী তারা।

পৃঃ ১০, পং ৫—ইহার নাম সংযুক্তা ইনি রাঠোররাজ জয়-চন্দ্রের কন্যা। ইনি পৃথ্বীরাজের ("চৌহান-রবি') গুণাবলি শ্রবণে তাঁহাকে বিবাহ করিতে কৃতসঙ্কল্প হন, কিন্তু জয়চন্দ্রের সহিত দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের বিবাদ বশতঃ জয়চন্দ্র সংযুক্তার স্বয়ম্বর সভায় তাঁহার হিরণ্ময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া দ্বারদেশে রক্ষী-বেশে স্থাপন করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু পৃথ্বীরাজ-পরায়ণা

সংযুক্তা অন্য নৃপতিগণের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া সেই প্রতিমূর্ত্তির গলদেশে বরমাল্য অর্পণ করিলেন ("অর্পিলাম বরমাল্য সেই রঙ্গাগলে")। পরে পৃথ্বীরাজ সসৈন্যে কান্যকুব্জে আগমন পূর্ব্বক জয়চন্দ্রকে রণে পরাজিত করিয়া সংযুক্তাকে লইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করেন। ইহার স্বল্পকাল পরেই সাহাবউদ্দীন ঘোরী ("দুরন্ত যবন") জয়চন্দ্র কর্ত্তৃক আহূত হইয়া দিল্লী আক্রমণ করিলে প্রথমবার তিরৌরী ক্ষেত্রে পৃথ্বীরাজ কর্ত্তৃক পরাজিত ও বিতাড়িত হইয়া বর্ষান্তে প্রবল বিক্রমে দ্বিতীয়বার আক্রমণ করেন। দিল্লীশ্বর এই সময়ে যবনের চাতুরী বুঝিতে না পারিয়া পরাজিত ও গতাসু হন। যতদিন পৃথ্বীরাজ সমর-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ ছিলেন, ততদিন সংযুক্তা কেবল বারিমাত্র পান করিয়া জীবনযাপন করিয়াছিলেন; ("তত দিন অম্বুপানে ধরিনু জীবন") এবং অবশেষে পতির পরলোক প্রাপ্তির সংবাদ শ্রবণে জ্বলন্ত চিতানলে তনু বিসর্জ্জন করেন।' চিতানলে দিনু তনু পতি-সোহাগিনী")। সংযুক্তার অপূর্ব্ব পাতিব্রত্য কাহিনী চাঁদ কবির "পৃথ্বীরাজ রাসৌ" কাব্যে বর্ণিত আছে।

পৃঃ ১৩, পং ৪। যোগিনীপুর—দিল্লীর নামান্তর।

পৃঃ ১৩, পং ১৩। যুগল মূরতি—দেবমূর্ত্তি।

পৃঃ ১৪, পং ৫—ইনি বেইগু জন পদের মেঘাবত বংশীয় এক ক্ষত্রিয় সন্তানের দুহিতা, এবং প্রমর কুলোদ্ভব ভাইন্‌স্রোর রাজের গৃহিণী। পরিণয়ান্তে ইঁহারা কিছুদিন সুখে কালাতি-পাত করিলে একদা উভয়ে পচিশী ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত, সহসা রাজা বিজয়লালসায় বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া ক্রোধবশে আপন শ্বশুরকুল লক্ষ্য করিয়া গ্লানির কথা বলিলেন। রাজপুত-দুহিতা তৎশ্রবণে মর্ম্মাহতা হইয়া পিতৃ সন্নিধানে তৎসংবাদ দূত পাঠাইলেন। বেইগু-রাজপুত্র সশস্ত্রে ভাইন্‌স্রোর-পতির সমক্ষে আসিলেন। তিনি ও তরবারি লইয়া

দ্বন্দ্ব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু পরিণামে পরাজিত ও নিহত হন। গতাসু পতির "শোণিত-সলিলে" প্রমরা-পত্নীর ক্রোধানল নির্ব্বাপিত হইলে অভিমানবতী রাজপুত-বালা ধরাধামে অপূর্ব্ব আত্মত্যাগের জ্বলন্ত চিত্র স্থাপন করিয়া অবশেষে পতিপ্রেমবশে তদীয় চিতানলে তনু ত্যাগ করিলেন।

পৃঃ ১৮, পং ৮—ইনি মিবাররাজ ভীমসিংহের কন্যা, ইহার নাম কৃষ্ণকুমারী। ইহার অতুল রূপলাবণ্যের কথা শুনিয়া কয়েকজন রাজা এককালে ইহার পরিণয়লিপ্সু হন। কৃষ্ণকুমারীর পিতা কিছুতেই হীনকুলে কন্যার বিবাহ দিবেন না, প্রতিজ্ঞা করিলেন। পরে যখন ঐ রাজবর্গ, সমরে জয় করিয়া কৃষ্ণকুমারী লাভ করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন, তখন তিনি রাজ্যের বিষম বিপৎপাতের আশঙ্কা করিয়া কৃষ্ণকুমারীকে বিষপানে জীবন ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন। পিতৃহিতনিরতা সরলা কৃষ্ণকুমারী, দুইবার বিষপানেও ইন্দ্রিয় সকল অবসন্ন হইল না দেখিয়া তৃতীয়বার কুসুম্ভরস নামক তীব্রবীর্য্য হলাহল পানে অম্লান বদনে মরুভূ-সমীর-তাপিতা কুসুম কলিকার ন্যায় প্রাণত্যাগ করিলেন।

পৃঃ ২২, পং ১৩—ইনি নবদ্বীপাধিবাসী চৈতন্যদেবের পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া। চৈতন্যদেব হরি-প্রেমমুগ্ধ হইয়া যৌবন-রূপ-লাবণ্য-সম্পন্না তদীয় প্রেমময়ী পত্নীকে নিদ্রিতাবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া দেশে দেশে হরি-গুণ-কীর্ত্তন করতঃ সন্ন্যাসীবেশে পর্য্যটন করিয়া জীবন অতিবাহিত করেন। রূপ-গুণবতী বিষ্ণুপ্রিয়া পতির অদর্শনে শোক-বিধুরা হইয়া বিষয়ভোগ বাসনায় জলাঞ্জলি দিয়া তদবধি আজীবন ধর্ম্মানুষ্ঠানে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

পৃঃ ২৬, পং ১—ইহার নাম পদ্মিনী; ইনি শিশোদিয় কুল-গৌরব মিবারপতি ভীম সিংহের পত্নী, আল্লাউদ্দীন কেবল

এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ভীমসিংহের অঙ্কলক্ষ্মীকে অপহরণ করিবার জন্য চিতোর নগর আক্রমণ করিয়াছিল। পরে "সেই অনুপমা সুন্দরীর মোহিনী প্রতিচ্ছায়া একবার মুকুরে দর্শন করিলেই স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিব" ইহা সর্ব্বজন সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিলে সরল হৃদয় ভীমসিংহ তাহাতে সম্মত হইলেন; কিন্তু আল্লাউদ্দীন সেই মোহিনী মূর্ত্তির প্রতিবিম্ব অবলোকন পূর্ব্বক পুনঃ প্রত্যাগত হইল। আল্লাউদ্দীন ভীষণ শত্রু হইলেও ভীমসিংহ তাহার অতিথি সৎকার নিমিত্ত শিষ্টালাপ করিতে করিতে তৎসহ গমন করিতে লাগিলেন; কিন্তু বিশ্বাসঘাতক যবন এমন সময়ে একদল অস্ত্রধারী সেনা পাঠাইয়া অতর্কিতভাবে রাজপুতরাজকে বন্দী করিয়া স্ব শিবিরে লইয়া গেল। দুরাচার এইরূপ কাপট্য জালে ধর্ম্মনিষ্ঠ রাজপুতরাজকে আবদ্ধ করিয়া অবশেষে প্রচার করিল যে, পদ্মিনীকে প্রাপ্ত না হইলে ভীমসিংহকে মুক্তি প্রদান করিবে না। তৎশ্রবণে পদ্মিনী বহু মন্ত্রণার পর অবশেষে এই সমাচার পাঠাইলেন যে, "যাহাতে উভয়ের সম্মান রক্ষা হয় এরূপ সহচরী সমভিব্যাহারে তিনি শিবিকারোহণে যবন শিবিরে গমন করিবেন, এবং যে সমস্ত সহচরীগণ তাঁহার সহিত দিল্লী নগরে গমন করিবে তদ্ভিন্ন অপর সমস্ত সহচরীগণ তাঁহার নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়া চিতোর প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। কিন্তু বিশেষ অনুরোধ এই যে, ঐ সহচরীগণের যেন যথোচিত সম্মান ও মর্য্যাদারক্ষা বিষয়ে কোন ত্রুটি না হয়।" কিন্তু এদিকে পদ্মিনী রাজপুত সেনাগণকে নারীবেশে সশস্ত্রে শিবিকারোহণ করাইয়া যবন শিবিরে প্রেরণ করিলেন। সহচরীসহ পদ্মিনী স্বয়ং আগতা ভাবিয়া আল্লাউদ্দীন হৃষ্ট মনে ভীমসিংহকে পদ্মিনীর নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করিতে ক্ষণ কাল অবকাশ প্রদান করিল। তদবসরে শিবিকাস্থিত ক্ষত্রিয় সেনাপতিগণ ভীমসিংহকে এক শিবিকায় আরোহণ করাইয়া আরও কয়েকখানি শিবিকা সহ শিবিরের বাহিরে প্রেরণ করিলেন। পথিমধ্যে ভীমসিংহ পদ্মিনাপ্রেরিত

দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া চিতোর প্রত্যাগমন করিলেন, এদিকে আল্লাউদ্দীন তৎসমুদয় অবগত হইয়া ক্রোধান্ধ হইয়া রাজপুত সেনাগণের সহিত তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিল। এই যুদ্ধে আল্লাউদ্দীন পরাজিত ও বিতাড়িত হইয়াছিল। ইহার স্বল্পকাল পরেই আল্লাউদ্দীন সসৈন্যে দ্বিগুণ আয়োজনে চিতোর আক্রমণ করিল। এই সময়ে একদিবস রজনীতে ভীমসিংহ স্বপ্ন দেখিলেন যেন চিতোরের রাজলক্ষ্মী বলিতেছেন " আমি রুধির-পিপাসাতুর, আমাকে চিতোরের রাজছত্রধারী দ্বাদশ রাজ-কুমারের রক্ত পান করিতে না দিলে আর রাজ্যের মঙ্গল নাই " ("দেবীর আদেশে তবে ত্যজি রাজ্যভার") তৎশ্রবণে দেবানুরক্ত ভীমসিংহ ক্রমে ক্রমে একাদশ রাজকুমারকে একে একে রাজ-সিংহাসনে বসাইয়া দিনত্রয় রাজ্য শাসনের ভার দিয়া চতুর্থ দিবসে সমরে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রমান্বয়ে একাদশ রাজকুমার সমরে হত হইলে চিতোরের ভবিষ্য-গগন ভীষণ তমসাচ্ছন্ন অবলোকন করিয়া একমাত্র কুমার অজয় সিংহকে নিবাপাঞ্জলি দানের নিমিত্ত রাখিয়া স্বয়ং যবনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে কৃতসংকল্প হইলেন। কিন্তু ভীমসিংহ ইতিপূর্ব্বে "জহব ব্রত" উদ্‌যাপন করিতে অভিলাষ প্রকাশ করি-লেন। অবিলম্বে পদ্মিনী সমগ্র মিবারের কমলোপমা কামিনী গণ সহ, রণসজ্জায় সজ্জিত চিতোরের বীরগণের সম্মুখে বিকট গহ্বরস্থিত প্রজ্জলিত অনলকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন"(ত্যজি-লাম তনু তবে কুলমান ত

পৃঃ ৩২, পং ১৫—উত্তান পাদ রাজার দুই পত্নী সুনীতি ও সুরুচি। রাজা সুরুচির পরামর্শে গুণসম্পন্না মহিষী সুনী-তিকে গর্ভাবস্থায় বনবাসী করেন।

পৃঃ ৩৪, পং ৭—ইঁহার নাম সাবিত্রী।

পৃঃ ৩৪, পং ৯—ইনি ১ম এডওয়ার্ডের পত্নী ইলিয়ানোর।